যুগান্তর

তারিখ ... 17 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

নিয়োগ ইস্যুতে অস্থির ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

কর্মচারীদের মিছিল : কয়েক কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

যুগান্তর রিপোর্ট

কর্মচারী নিয়োগ ইস্যুতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে অস্থিরতা বিরাজ করছে। কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা চাচ্ছেন পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে। কিন্তু নিয়োগ বোর্ডের কর্মকর্তারা এতে রাজি নন। এ নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেন। এ সময় উপ-কলেজ পরিদর্শক ও শিক্ষামন্ত্রীর সাবেক এপিএস মন্মথরঞ্জন বাড়ৈসহ কয়েকজন কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পর বোর্ডে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেছে। তবে কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বোর্ডের প্রায় অর্ধশত কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে কয়েক মাস ধরে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের বিরোধ চলছিল। ইউনিয়নের সভাপতি হুমায়ুন কবির ও সাধারণ সম্পাদক লোকমান মুন্সীর চাপে গত বছরের জুন মাসে ১০ জনকে অস্থায়ীভাবে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তা বাতিল করা হয়। এরপর ১৩ জানুয়ারি প্রায় অর্ধশত কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রার্থীরা যাতে আবেদন করতে না পারে, সে লক্ষ্যে নানা কারসাজির আশ্রয় নেয়া হয়। এ নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এরই মধ্যে নানা অনিয়মে অভিযুক্ত ৬ কর্মচারীকে ১৪ জানুয়ারি সাময়িক বরখাস্ত করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। ফলে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রূপ নেয়। দ্বিধাবিভক্ত কর্মচারী ইউনিয়ন এক হয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি বোর্ডে মিছিল-মিটিং শুরু করে। মঙ্গলবারও তারা মিছিল করে। মিছিলকালে কর্মচারীরা বোর্ড সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দের নাম ধরে স্লোগান দেয়া হয়। তাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালও করা হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার মিছিল বের করলে শিক্ষামন্ত্রীর সাবেক এপিএস ও বর্তমানে বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মন্মথরঞ্জন বাড়ৈসহ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিবৃত করতে যান। বোর্ড : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

বোর্ড : শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কর্মচারীরা মন্মথরঞ্জন বাড়ৈকে লাঞ্ছিত করেন। এ ব্যাপারে সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী বলেন, 'আমরা সরকারি চাকরি করি। নিয়োগে কোনো ঝামেলা থাকলে তার জবাবদিহিতা আমাদেরই করতে হবে। তাই এ নিয়ে আমরা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চাচ্ছি। এটা নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে।' পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, 'আমরা চাচ্ছি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে। কিন্তু এতে কর্মচারীদের আপত্তি আছে।' এ বিষয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লোকমান মুন্সি যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা বোর্ডে কোনো মিছিল-সমাবেশ করিনি।' যে ৬ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তারাই এটা করেছে। তিনি দাবি করেন, বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা লাঞ্ছিতও হননি। চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম আহমেদ জানান, 'বোর্ডে আইনশৃংখলা অবনতির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। মারামারি হয়নি। ভাঙচুর হয়নি। চিৎকার-চেচামেচি ও কথা কাটাকাটির ঘটনা শুনেছি। এরপরই টহল টিম সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে।'